সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৭

নীলমণি বসাক
হরচন্দ্র ঘোষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৭

নীলমণি বসাক
হরচন্দ্র ঘোষ

নীলমণি বসাক
হরচন্দ্র ঘোষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

নীলমণি বসাক

১৮০৮ ?—১৮৬৪

বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগের বাংলা গদ্য-সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া আমরা সাধারণতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের নাম করি। সে সময় আরও অনেক কৃতী লেখক বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের নাম বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হওয়া উচিত। ইঁহাদের মধ্যে নীলমণি বসাকের গদ্য এখনও পুরাতন হয় নাই। তাঁহার রচনা সরল, সুললিত ও সুমার্জ্জিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার "বাঙ্গালার সাহিত্য" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

পরিবর্ত্তনসময়ের আর একজন প্রধান লেখক নীলমণি বসাক ; ইঁহার পুস্তকাবলী অদ্যাপি লোকে পাঠ করিয়া থাকে, ইনি সরল গদ্যের জন্মদাতা ; যখন লোকে বড় বড সংস্কৃত কথা ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না সেই সময় নীলমণি বসাক সহজ গদ্য লিখিয়া খাঁটি বাঙ্গালায় কতদূর ভাব-প্রকাশক্ষমতা আছে, তাহা লোককে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার নবনারী আজিও বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট পাঠ্য গ্রন্থ।—'বঙ্গদর্শন', ফাল্গুন ১২৮৭, পৃ. ৪৯৮।

বাল্য ও ছাত্র-জীবন

অনুমান ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তন্তুবায়-কুলে নীলমণি বসাক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজচন্দ্র বসাক। সে যুগে কলিকাতার শেঠ-বসাকেরা যথেষ্ট সম্পন্ন ছিলেন। নীলমণিকে কিন্তু বাল্যে ও কৈশোরে দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাইতে হয়। তাঁহাদের বাড়ী ছিল—

রামবাগান উমেশ দত্তের লেনে। সেই বাড়ী পিতার দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যায়। পরে তিনি তাঁহাদের পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া যান এবং সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। রাজচন্দ্রের দুই পুত্র—নীলমণি ও কমলাকান্ত। কথিত আছে, বালক নীলমণি ডেবিড হেয়ারের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহা হইতে অনুমান হয়, নীলমণি পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন। প্রধানতঃ হিন্দু-কলেজের ছাত্রবৃন্দ—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ কলিকাতায় যে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়, নীলমণি বসাক তাহার অন্যতম সভ্য ছিলেন।

চাকুরী-জীবন

হেয়ারের চেষ্টায় নীলমণি হুগলী কোর্টে অল্প বেতনের কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিনি নিজের কর্ম্মদক্ষতা এবং প্রতিভাবলে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়া গেজেটেড অফিসর হইয়াছিলেন। চাকুরী ব্যপদেশে তিনি বহু দিন যাবৎ রাজসাহীতে অবস্থান করেন। রাজসাহী হইতে তিনি বর্দ্ধমানে বদলি হন। বর্দ্ধমানে নীলমণি কমিশনরের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টেণ্ট ছিলেন। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন-লিখিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিতে পাই :—

যৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত খোলা হয়, তৎকালে একদিন পিতৃদেব আমাকে ও আমার মধ্যম সহোদরকে সঙ্গে লইয়া বর্দ্ধমান দেখিতে যান। তথায় যাইয়া তাঁহার পরমাত্মীয় বন্ধু নীলমণি বসাক মহাশয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হন। নীলমণি বাবু তখন কালেক্টর সাহেবের হেডক্লার্ক ছিলেন।

তাঁহার বাড়ীটী রাণীসায়রের ধারে ছিল। তিনি পিতৃদেবকে পাইয়া এতদূর আনন্দিত হন, যে, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সহরের সর্ব্বত্র দেখাইয়া বেড়াইলেন।—হরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিরত্ন: '৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবন-চরিত', পৃ. ৪৭।

মৃত্যু

বর্দ্ধমানের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া, ৬ আগস্ট ১৮৬৪ তারিখে নীলমণি বসাক লোকান্তর গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আনুমানিক ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে পরবর্ত্তী ১৩ই আগস্ট (শনিবার) কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

We regret to have to reoord the death of Baboo Nilmoney Bysack, Assistant to the Commissioner of Burdwan, which melancholy event took place on the night of Saturday last....He published several works, among which the *Nobonaree* ranks as his best performance....It has been accepted as a standard work, in fact the best of its kind and will hand down the author's name to posterity. Baboo Nilmoney's translation of the Persian tales and the first volume of tbe Arabian Nights evince great graphic power. His History of India is the most elaborate and original of any that has yet appeared on the subject....

রচনাবলী

নীলমণি বসাক যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রকাশকাল ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ তাহাদের একটি তালিকা দিলাম:—

১। **পারস্য ইতিহাস**। (পদ্য) ইং ১৮৩৪।

এই গ্রন্থ ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ৯ আগস্ট ১৮৩৪ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে প্রকাশ :—

পারস্য ইতিহাস।—শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত নীলমণি বসাককর্তৃক পারস্য ইতিহাস গ্রন্থ ইঙ্গরেজীহইতে বঙ্গ ভাষায় পদ্যছন্দে ভাষান্তরিত জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া এই সপ্তাহে আমারদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহার "ভূমিকা" হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

মক্‌লিস নামক পারস দেশীয় একজন অতিমান্য জ্ঞানি ফকীর দ্বারা এই গ্রন্থ রচিত হয় তিনি প্রথমতঃ সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষায় রচিত কতিপয় রহস্য কবিতার পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া এক পুস্তক করেন, পরে ঐ পুস্তক স্বকৃত জানাইবার নিমিত্ত "হাজার এক রোজ" নাম দিয়া উক্ত অনুবাদের রূপান্তর করত ইতিহাসের ন্যায় করিয়া লিখিলেন সে ইতিহাসের তাৎপর্য্য এই, যে এক রাজকন্যা পুরুষমাত্রকে বিশ্বাসঘাতক বোধে হেয়জ্ঞান করিয়া আপন উদ্বাহে নিতান্ত অসম্মতা হইয়াছিলেন, একারণ তাঁহার ঐ কুমতির উপশম হইয়া যাহাতে পুরুষের প্রতি বিশ্বাস জম্মে এতদর্থে প্রত্যেক প্রস্তাবে বিশ্বস্ত ও সুশীল পুরুষের সুশীলতা ও সুজনতার উত্তম উপমা প্রদর্শিত হইয়াছে যদিও তাবত ইতিহাসের অভিপ্রায়ই এই, তথাপি বিজ্ঞ গ্রন্থকার মহাশয় নানা অলঙ্কারে তাহাকে এমত্ ভূষিত করিয়াছেন এবং ঘটনার এমত্ পার্থক্য রাখিয়াছেন যে সকল গল্পই নূতন ও বিলক্ষণ মনোরঞ্জক বোধ হয়।...

এই গ্রন্থ ক্রমে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় ভাষান্তর হইয়া অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তত্তদ্দেশীয় রসজ্ঞ বিজ্ঞগণেরা রসদায়ক ও মনোরঞ্জক রূপে গুরুতর সমাদর করিয়াছেন, অতএব আমরা স্বদেশীয় অর্থাৎ বঙ্গীয় সাধুভাষায় গদ্যরূপে ঐ গ্রন্থের অনুবাদ করিলাম,...।

বহু দিবস হইল এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ শ্রীযুত গৌরিশঙ্কর তর্কবাগীশভট্টাচার্য্য

কর্তৃক শোধিত হইয়াছিল এইক্ষণে শ্রীযুত হরিনারায়ণ গোস্বামি মহাশয় কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার বিবেচিত ও সংশোধিত হইল।

২। আরব্য উপন্যাস।

প্রথম খণ্ড। ১২৫৬ সাল। পৃ. ১৬৬।
দ্বিতীয় খণ্ড। ১২৫৭ সাল। পৃ. ১৭০।
তৃতীয় খণ্ড।* ১২৫৭ সাল।

গ্রন্থের "ভূমিকা" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

যে কোন প্রকার পুস্তক হউক, সময় বিশেষে মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অবশ্য তদ্দ্বারা কোন সদুপদেশ ও আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে তন্নিমিত্ত লিপিজ্ঞ সহৃদয় মানবগণের পক্ষে যদিও পুস্তক মাত্রই উপাদেয় হয় তথাপি ইহা বিবেচনাসিদ্ধ বটে যে যে স্থলে অল্প-সংখ্যক ব্যক্তি পুস্তক পাঠে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন তথায় আদৌ মনোরম্য পুস্তকেরই বাহুল্য হওয়া উচিত। অধিকন্তু অধিক বয়স্ক জনগণ শিশুদের ন্যায় শাসন অথবা তাড়নাদি দ্বারা পুস্তক পাঠে বাধ্য হইতে পারেন না সুতরাং তাঁহাদিগকে পুস্তক পাঠের রসজ্ঞ করিতে হইলে চিত্তরঞ্জক গ্রন্থেরই বৃদ্ধি করা আবশ্যক বোধ হয়। পরন্তু এই বঙ্গভূমিতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাধুভাষায় কতিপয় প্রথম শিক্ষার পুস্তক ব্যতীত চিত্ততোষক সুললিত অধিক গ্রন্থ বিরচিত অথবা অনুবাদিত হয় নাই। অতএব আরেবিয়ান নাইট্স নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মনোহর উপন্যাস সকল বঙ্গীয় সুকোমল ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহার প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কিতানন্তর প্রকাশ করা গেল।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম খণ্ড 'আরব্য উপন্যাস' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

---

* এই খণ্ডটি দুষ্প্রাপ্য; ইহা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিন খণ্ড 'আরব্য উপন্যাস' "পুনঃ সংশোধিত এবং তাহাতে আর আর কয়েক উৎকৃষ্ট গল্প সংযোজিত করিয়া" একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

...ঐ মছলন্দের উপর হইতে একটা আলোক আসিতেছিল তাহা দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এবং ঐ আলোক কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য সিংহাসনের উপর উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে ময়ূরের ডিম্বের ন্যায় একখানা হীরা তথায় রহিয়াছে, তাহা অতি নির্ম্মল এবং এমত উজ্জ্বল যে দিবসে তাহার প্রতি দৃষ্টি করা যায় না। এই সকল দৃষ্ট করণানন্তর অন্য২ ঘরে প্রবেশ করিলাম তাহাতে যে সকল আশ্চর্য্য২ সামগ্রী দেখিলাম তাহাতে প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া জাহাজ ও ভগ্নীদিগকে ভুলিয়া থাকিলাম, ক্রমে যখন রাত্রি হইল তখন মনে পড়িল যে জাহাজে যাইতে হইবেক কিন্তু বাহির হইবার পথ অন্বেষণ করিয়া না পাইয়া যে ঘরে সিংহাসন ছিল ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ঘরে আসিয়া পড়িলাম, তখন কি করি, বিবেচনা করিলাম অদ্য এই খানে শয়ন করিয়া থাকি, কল্য জাহাজে যাইব। এই ভাবিয়া স্বর্ণসিংহাসনে শয়ন করিয়া থাকিলাম, কিন্তু কোন প্রকারে নিদ্রা হইল না, প্রায় অর্দ্ধ রাত্রির সময় বোধ হইল যেন কোন মনুষ্য কোরাণ পাঠ করিতেছে তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া একটা আলোক হস্তে করিয়া ঐ শব্দ লক্ষ্যে গমন করিলাম, পরে যে ঘরে কোরাণ পাঠ হইতেছিল তাহার দ্বারে আসিয়া আলোক অন্তরে রাখিয়া অর্দ্ধমুক্ত দ্বার দিয়া দেখিলাম যে এক রূপবান যুবা পুরুষ একখান গালিচার উপর বসিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেছে, ইহা দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল কেন না যে স্থানে সকল মনুষ্য পাষাণ দেহ প্রাপ্ত সে স্থানে জীবৎ মনুষ্য থাকা অসম্ভব, সুতরাং মনে করিলাম ইহাতে কোন চমৎকার আছে। এই ভাবিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চ স্বরে পরমেশ্বরের এইরূপ স্তব করিলাম যে হে পরমেশ্বর তোমার কৃপাতে আমরা নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছি এবং যে পর্য্যন্ত আমরা স্বদেশে পুনরাগমন না করি সে পর্য্যন্ত তুমি আমারদিগকে নিয়ত রক্ষা কর। (পৃ. ১০৮)

৩। **নবনারী**। ইং ১৮৫২। পৃ. ২৯৮।

নবনারী। অর্থাৎ নয় নারীর জীবন চরিত শ্রীনীলমণি বসাক কর্ত্তৃক সংগৃহীত। কলিকাতা। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দাঃ ১৭৭৪।

এই গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার "ভূমিকা"য় লিখিয়াছেন :—

ভিন্ন দেশীয় অনেকে মনে করিয়া থাকেন এতদ্দেশে বিদ্যাবতী বা গুণবতী নারী ছিলেন না। এ কথা নিতান্ত অমূলক। পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে অনেক বিদ্যাবতী ও গুণশালিনী কামিনী ছিলেন; বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থে ইহা প্রকাশ আছে। এবং একালেও গুণবতী নারীর অভাব নাই। কিন্তু এতদ্দেশে জীবনচরিত লিখিবার প্রথা না থাকাতে তাদৃশ স্ত্রীদিগেব গুণ ও যশঃ বিশেষরূপে সর্ব্বত্র বিদিত হইতে পারে নাই। এই ন্যূনতা পরিহার বাসনায়, এবং বালিকারা সদ্‌গুণ বিশিষ্টা স্ত্রীদিগের উত্তম উত্তম চরিত্র দর্শন করিলে পবিত্র পথ অবলম্বন করিবেক এই অভিপ্রায়ে, অশেষ প্রকার অনুসন্ধান ও নানা গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রাচীন ও আধুনিক নয় নারীর চরিত্র লিখিত হইল।

'নবনারী'তে এই নয়টি নারীচরিত্রেব কথা আছে :—সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যা বাঈ, রাণী ভবানী।

"নবনারী প্রথম মুদ্রাঙ্কন কালে, পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নানাবিধ কর্ম্মে আবৃত থাকিয়াও অনুগ্রহপূর্ব্বক অনেক শ্রমে ও যত্নে এই পুস্তক সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।" 'নবনারী' বিশেষভাবে আদৃত হইযাছিল। তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতেই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহার সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়। যেহেতু ভদ্রলোক মাত্রেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং হিন্দুকালেজ প্রভৃতি কলিকাতাস্থ ও অন্যান্য দেশস্থ অনেক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই নবনারী অনেক নারী পাঠ করেন,...।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'নবনারী' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল :—

রাজা রামকান্তের লোকান্তর গমনের পর রাণী ভবানী সমুদয় ঐশ্বর্য্য আপন হস্তে পাইয়া দানাদি ও পুণ্য কর্ম্ম বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষায় মুক্তহস্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু যে সকল কীর্ত্তির জন্য তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে তখন পর্য্যন্তও তাহা করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তাঁহার এক কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার

গর্ভে যদি সন্তান উৎপত্তি হয় তবে তাহাকে তাবৎ ঐশ্বর্য্য ও ভূম্যাদির উত্তরাধিকারী করিবেন। এবং তাঁহার ইহাও বাঞ্ছা ছিল কন্যার বিবাহ দিয়া গঙ্গাবাসিনী হইবেন। এই অভিপ্রায়ে রঘুনাথ লাহিড়ি নামক খাজুরা-নিবাসী এক সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণকুমারকে কন্যা দান করিয়া তাঁহাকে তাবৎ বিষয়ের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগ্য ব্রাহ্মণকুমার বিবাহের অল্প দিবস পরে পরলোক গমন করিলেন। তাহাতে আপনি অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগে বঞ্চিত হইলেন এবং রাজনন্দিনীকেও চিরদুঃখিনী কবিলেন। রাণী ভবানী জামাতার মরণে অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়াছিলেন এবং দান ধ্যানে সদা সুখে থাকিয়াও দুহিতার পতিহীনত্ব যন্ত্রণার জন্য সতত দুঃখিতা থাকিতেন।

কথিত আছে রাজকন্যা তারা অতি রূপবতী ছিলেন। তাঁহার রূপের গৌরব এমত ছিল যে মুরশিদাবাদের নবাব ও তৎপারিষদগণ তদভিলাষী হইয়া তাঁহাকে হরণার্থ অনেক সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তন্মাতার অন্নে প্রতিপালিত যাবতীয় কৌপীনধারী মহান্তগণ তাহাতে কুপিত হইয়া এক হস্তে ঢাল ও এক হস্তে করবাল লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল; সেই জন্য তাঁহাকে হরণ করিতে পারে নাই। তাহার পর অবধি রাণী ভবানী তাঁহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিতেন, স্থানান্তরে যাইতে দিতেন না। তৎকালে যবন রাজাদিগের এই সকল দৌরাত্ম্যের জন্য বিশিষ্ট লোকের কন্যা ও পুত্রবধূরা কখন গৃহের বাহিব হইতে পারিতেন না।

৪। **বত্রিশ সিংহাসন**। ইং ১৮৫৪। পৃ. ২০৯।

> বত্রিশ সিংহাসন অর্থাৎ রাজা বিক্রমাদিত্যের কর্ম্মকাণ্ড ও চরিত্র। হিন্দীপুস্তক হইতে শ্রীনীলমণি বসাক কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস ও শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা বাহির মৃজাপুর, নং ১৩, ভবনে মুদ্রাঙ্কিত। সন ১২৬১। ইং ১৮৫৪ সাল।

গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপন"টি এইরূপ :—

বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতে রচিত হয়, তৎপরে বাঙ্গালা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষাতে ক্রমশঃ প্রকাশ হয়। বাঙ্গালা ভাষাতে যে বত্রিশ

সিংহাসন পুস্তক দেখা যায়, তাহা পদ্যে রচিত, এবং বিশিষ্ট সমাজে সমাদরণীয় নহে, তাহাও এক্ষণে প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। হিন্দী ভাষাতে যে পুস্তক আছে তাহা যদিও এতদ্দেশে প্রচলিত নাই, কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে গণনীয়, এবং তাহাতে রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ঐ হিন্দী পুস্তক হইতে সরল বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া এই বত্রিশ সিংহাসন পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

রাজা বিক্রমাদিত্য দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন। এতদ্দেশীয় লোক সকলকে তাঁহার সদ্‌গুণবৃত্তান্ত শ্রবণে সাতিশয় সমুৎসুক দেখা যায়। এই বত্রিশ সিংহাসন পাঠ করিলে, বোধ করি, তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের পক্ষে এই পুস্তক অনেক বিষয়ে উপকারজনক হইবেক। এই পুস্তক প্রচার দ্বারা যদি আমার এই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণা ও সফলা হয়, তাহা হইলে এতৎসঙ্কলনের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এই পুস্তক, শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত হইল। সন ১২৬১ সাল ২৯ এ, ভাদ্র।

রচনার নিদর্শন :—

উজ্জয়িনী নগরে ভোজ নামে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী অত্যন্ত পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে এমত রূপ লাবণ্য সম্পন্ন ও কান্তিপুঞ্জ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ণচন্দ্রও আপনাকে হীনকান্তি বিবেচনা করিয়া লজ্জিত হইতেন। ভোজরাজ অতিশয় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন এবং এমত প্রতাপান্বিত ছিলেন যে তাঁহার রাজ্যে ব্যাঘ্র ও ছাগ এক ঘাটে জল পান করিত। তাঁহার অধিকারে যথার্থ সদ্বিচার ও ন্যায়াচার ছিল, তাহাতে কেহ কাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিত না। এই নিমিত্তই রাজধানী এমত জনাকীর্ণ ছিল যে তিলার্দ্ধ মাত্র স্থান শূন্য ছিল না, তাবৎ নগর অতি অপূর্ব্ব অট্টালিকাতে সুশোভিত ছিল। পথ ঘাট সকল এমত সুন্দর ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল যে ঐ নগরকে পাশার ছক বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এবং সমস্ত রাজপথের প্রান্তে জলপ্রণালী থাকাতে প্রজাগণের জলকষ্ট মাত্র ছিল না। প্রজারা সকলে ঐ রাজধানীতে

নানা প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় করিত, তাহাদের পণ্যবীথিকা সকল সকল সময়েই নানা জাতীয় দ্রব্যে সুশোভিত থাকিত এবং সকল প্রজারই গৃহ ধন ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল, কাহার কিছুমাত্র দুঃখ ও দুরবস্থা ছিল না, অতএব নগরের কোন স্থানে নৃত্য, কোন স্থানে সংগীত, কোন স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা, কোন স্থানে দেবার্চ্চনা দিবারাত্রই হইত। ভোজরাজের সভাতে বহুসংখ্যক মহা মহা পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। রাজা তাঁহাদের বিধানানুসারে রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। (পৃ. ১-২)

৫। **রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম,** ১ম খণ্ড। ইং ১৮৫৫। পৃ. ১১৭।

রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম। অর্থাৎ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ড স্থাপন অবধি যে সকল নিয়ম হইয়াছে তাহার খোলাসা। শ্রী নীলমণি বসাক কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনুবাদিত। প্রথম খণ্ড। কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোম্পানি দ্বারা, বাহির মৃজাপুর, নং ১৩ ভবনে, মুদ্রিত। শকাব্দাঃ ১৭৭৭। সন ১২৬২। ইং ১৮৫৫ সাল। এই পুস্তক কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে, প্রভাকর যন্ত্রে, এবং তত্ত্ববোধিনী সভায়, ও গুপ্ত ব্রাদর্স ও রোজারিও কোম্পানির পুস্তকালয়ে, বিক্রয় হয়।

এই পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে "ভূমিকা"তে বলা হইয়াছে :—

বাঙ্গালা ভাষাতে রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম অর্থাৎ রেবিনিউ বোর্ডের সর্‌কুলর অর্ডর, তর্জমা না থাকাতে তৎসম্পর্কীয় কর্ম্ম সম্পাদনে অনেক ক্লেশ হইয়া থাকে। অনেকে ইচ্ছা করিয়া ছিলেন ঐ সকল সর্‌কুলর অর্ডর বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিবেন, কিন্তু পুস্তক বাহুল্য দেখিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন নাই, কেহবা প্রবৃত্ত হইয়াও শ্রম ও ব্যয় বাহুল্য প্রযুক্ত তাহাতে বিরত হইয়াছেন। ফলতঃ এই সকল সর্‌কুলর অর্ডর অনুবাদ করা সামান্য শ্রমের কর্ম্ম ছিল না। কিন্তু বোর্ডের সম্প্রতিকার সেক্রেটরী শ্রীযুত গ্রোট্ সাহেব ঐ বিষয় বড় সহজ করিয়াছেন, অর্থাৎ বোর্ড স্থাপন অবধি একাল পর্য্যন্ত যত সর্‌কুলর প্রকাশ হইয়াছে তাহা রদ বদল করিয়া, এক এক বিষয়ের সকল নিয়ম একত্রে শ্রেণীসংজ্ঞায় শ্রেণীমত

প্রকাশ করিতেছেন। ইহা আমলা, জমীদার, উকীল ও মোক্তার লোকের পক্ষে বড উপকারক হইয়াছে। অতএব এই সকল সর্‌কুালরশ্রেণী বোর্ড হইতে যেমন২ প্রকাশ হইবে তাহা বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিয়া ন্যূনাধিক এক শত পৃষ্ঠার এক এক খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করা যাইবেক। সম্প্রতি প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইল।

এই পুস্তক অধিক উপকারী হয় এজন্য, রাজস্বসম্পর্কীয় নিয়ম সম্বন্ধীয় যে২ আইন ও সদর দেওয়ানীর সর্‌কুালর বা আইনের অর্থ আছে তাহাও উদ্ধার করিয়া এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। ইতি সন ১২৬২ সাল। শ্রী নীলমণি বসাক।

কিরূপ সুললিত গদ্যে তিনি অনুবাদ করিতে পারিতেন, নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে তাহা বুঝা যাইবে ঃ—

কিপ্রকার কাগজ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

২৪। কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্ত একই প্রকার এবং একই পরিমাণের কাগজ ব্যবহার করা উচিত। অতএব যাহাকে ছোট ফুলস্‌কেপ বলাযায় অন্য কাগজ অপেক্ষা সেই কাগজ এই কর্ম্মের উপযুক্ত। কেননা তাহা লাডাচাড়ার পক্ষে সুবিধা, এবং পরিপাটিরূপে ভাঁজ করিয়া রাখাযায়, আর ঐ সকল ভাঁজ করা কাগজের বাণ্ডিল বাঁচিলে কেবল যে এক রকম হয় এমত নহে, তাহার নীচে ও উপরে সেই পরিমাণের পাতলা তক্তা দিয়া ফিতার দ্বারায় বান্ধিয়া রাখিতে পারাযায়।

২৫। এই ফুলস্‌কেপ কাগজে রুবকারী লিখিতে হইবে। যদি এই কাগজ কিম্বা ইহার তুল্য অথচ সুমূল্য কাগজ নিকটে পাওয়া যায়, ভাল, নতুবা শ্রীরামপুরের যন্ত্রে প্রস্তুত কাগজের জন্য ষ্টেসনরী আপিসে পত্র লিখিবেন। উক্ত স্থানে ফুলস্‌কেপ আড়ার যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা শক্ত এবং সকল কর্ম্মের উপযুক্ত, এবং তাহাতে পোকা ধরিতে পারে না। এবং যে স্থলে হরিতাল দেওয়া কাগজ জেলখানাতে প্রস্তুত হয় সেই স্থানে তাহাতে জবানবন্দি প্রভৃতি আর আর লেখা পড়া চলিবেক।

এই নিয়ম প্রস্তুতকালে গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৪ সালের ২৭ আপ্রেল তারিখের হুকুম পাওয়া যায়, তাহাতে লেখে যেসকল কাগজপত্র চির কাল থাকিবে তাহা উপযুক্ত মতে প্রস্তুতকরা কাগজ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কাগজে কখনই লেখা যাইবে না। (পৃ. ৮-৯)

৬। **পারস্য উপন্যাস।** ইং ১৮৫৬।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক লিখিয়াছেন :—

এই সকল উপন্যাস "পারস্য ইতিহাস" সংজ্ঞায় পূর্ব্বে পদ্যচ্ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং যদিও তাহাতে পাঠকগণের অনাদর দেখা যায় নাই, কিন্তু এইপ্রকার উপন্যাস গদ্যেই ভাল হয়। বিশেষত: এই ক্ষণে পদ্যের পদ্ধতি উঠিয়া যাইতেছে এবং গদ্যের অধিক গৌরব দৃষ্ট হইতেছে। অতএব তাহা গদ্যে প্রকাশ করিলাম।···১লা আষাঢ়। সন ১২৬৩।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'পারস্য উপন্যাস' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

পূর্ব্বকালে কাশ্মীর নগরে তওঙ্গরন্নবী নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম ফখরন্নাজ; তিনি সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং সমরবিশারদ ছিলেন। রাজকন্যার নাম ফরোখনাজ; তিনি এমত রূপবতী ছিলেন যে, তাঁহার রূপ-লাবণ্য-দর্শনমাত্র পুরুষের মন একবারে বিমোহিত হইত, তাহাতে কেহ যাবজ্জীবন ক্ষিপ্তপ্রায় হইত, কেহ বা স্মররোগে ক্রমশঃ জীর্ণকলেবর হইয়া যমপুরী দর্শন করিত।

এই রাজকন্যা মধ্যে মধ্যে মৃগয়ার্থ বনে গমন করিতেন; তৎকালে পীতচিহ্নে সুশোভিত শ্বেত অশ্বে আরূঢ়া হইয়া মুখাবরণ মুক্ত করিয়া রাখিতেন, এবং কৃষ্ণবর্ণা অশ্বারূঢ়া এক শত সহচরী তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া যাইত। এই সকল সঙ্গিনী নবীনবয়স্কা ও পরম সুন্দরী এবং নানা বেশ ভূষায় ভূষিতা। যেমন নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রের শোভা হয়, সখীমণ্ডলের মধ্যে রাজদুহিতা সেইরূপ সুশোভিতা হইয়া যাইতেন। সকল লোকই তাঁহাকে দেখিতে ব্যগ্র

হইত। বিশেষতঃ তাঁহার রূপের এমত যশোবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, মৃগয়া-গমন-কালে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য পথিমধ্যে লোকারণ্য হইত। তাহারা তাঁহার লাবণ্য-দর্শনে নানাপ্রকার প্রশংসা করিয়া যথোচিত মনের আনন্দ প্রকাশ করিত, এবং সকলে নিকটে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইত, তাহাতে অশ্বারোহী খড়্গধারী নপুংসক রক্ষকগণ জনতা-নিবারণ-ছলে কাহাকে অস্ত্রাঘাত ও কাহাকেও সংহার করিত। দর্শকগণ ইহাতেও ভীত না হইয়া সেইরূপ জনতা করিয়া থাকিত, এবং তাহাদের ব্যগ্রতা দেখিয়া এমত বোধ হইত যেন রাজকন্যার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করে ইহাই তাহাদের বাসনা। (পৃ. ১-২)

'পারস্য উপন্যাস' সমালোচনাকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' (৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬) লিখিয়াছিলেন :—

পাতুরিয়াঘাটা নিবাসি বহুগুণসম্পন্ন শ্রীযুত বাবু নীলমণি বশাখ মহাশয়ের অনুবাদিত পারস্য উপন্যাস নামক পুস্তক বহু দিবস হইল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ঐ পুস্তক প্রথমতঃ তিনি কবিতাছন্দে অনুবাদ করেন, এইক্ষণে তাহা গদ্যে প্রকটন করিয়াছেন, ইদানিন্তন প্রকাশিত প্রায় তাবৎ পুস্তকেই এক এক বিষয়ে এক এক দোষ দৃষ্ট হয়, কোন পুস্তকই সর্ব্ব বিধায়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করা যায় না, কিন্তু বাবু নীলমণি বশাখ মহাশয় আরব্য উপাখ্যান, নবনারী, বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতি যে যে পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন তত্তাবতই অতি সুমিষ্ট কোমল সুসাধু বঙ্গভাষায় লিখিত হওয়াতে পরম আদরণীয় হইয়াছে, বিশেষতঃ পারস্য উপন্যাস অতি সুমিষ্ট হইয়াছে, তাহা পাঠকালে চিত্ত আর্দ্র হইতে থাকে, অন্তঃকরণে সকল প্রকার রসের সঞ্চার হইয়া থাকে, এই পুস্তক আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক, তাহাতে আধুনিক কতিপয় লেখকদিগের ন্যায় স্বকপোলকল্পিত কোন উৎকট শব্দ লিখিত নাই, ইংরাজী হইতে অনুবাদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনুবাদক মহাশয় ইংরাজী শব্দের অনুরূপ কোন শব্দই নির্ম্মাণ করেন নাই, যথার্থ বাঙ্গালা লেখার ভঙ্গিক্রমেই লিখিয়াছেন, সুতরাং তাহা সর্ব্ব সাধারণ জনগণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, আমরা পারস্য উপন্যাস

পাঠে পরম পুলকিত হইয়াছি এবং এক একটি গল্প দুই তিন বার পাঠ করিয়াছি,…।

৭। **ভারতবর্ষের ইতিহাস,** ১ম—৩য় ভাগ। ইং ১৮৫৭-৫৮।

প্রথম ভাগ। হিন্দু সাম্রাজ্য কাল। ইং ১৮৫৭। পৃ. ১৬২

দ্বিতীয় ভাগ। মুসলমানদিগের রাজ্য। ইং ১৮৫৭। পৃ. ১৫৬

তৃতীয় ভাগ। মোগল রাজাদিগের রাজ্যকাল। ইং ১৮৫৮। পৃ. ২৫৮

প্রথম ভাগের "বিজ্ঞাপনে" গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিযাছেন ঃ—

এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এই পুরাবৃত্ত প্রায় নাই। এই ভাষাতে যে দুই এক খান পুস্তক দেখা যায় তাহা ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা এমত নীরস যে কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না. এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তি বোধ হয় না। অধিকন্তু এই সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের উপযুক্ত নহে, এই জন্য তাহা কোন পাঠশালাতে পঠিত হয় না, সুতরাং বালকেরা ভারতবর্ষের ভাল মন্দ কিছুই জানিতে পারে না, এবং ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে যে এ দেশের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি মিথ্যা, এবং হিন্দুরা পূর্ব্বকালে অতি মূঢ় ছিলেন। অপর বালকেরা অন্য দেশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না।

আমি আশা করিয়াছিলাম এই সকল দোষ পরিহার জন্য কোন যোগ্য ব্যক্তি ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত লিখিবেন, তাহা হইলে এই দেশের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থার কথা সকলে প্রকৃতরূপ জানিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয়ে কাহার সন্দেহ বা দ্বেষ থাকিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহা এপর্য্যন্ত লিখিলেন না। অতএব আমি এই কর্ম্মে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ইহাতে আমার যেমন যেমন মানস ছিল তাহা সকল পূর্ণ হইল না, যেহেতু আমাদিগের পুরাবৃত্ত প্রায় নাই,

যাহা আছে তাহা অসম্পূর্ণ ও অসত্য গল্প মিশ্রিত, অধিকন্তু তাহা কালসমন্বয়িক বা ধারাবাহিক নহে। এই সকল বিষয়ের বিরোধ সমন্বয় ও তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া লেখা সাধাবণ ক্ষমতাব কর্ম্ম নহে। অতএব পূর্ব্বকালের সকল হিন্দু রাজ্যেব বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে লিখিতে পারিলাম না, কেবল কয়েকটী প্রধান২ রাজ্যেব সংক্ষেপ বিবরণ লিখিলাম।...

মুসলমানদিগের অধিকার অবধি ভারতবর্ষের যে সকল বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, তাহা অসম্পূর্ণ বা অসত্য গল্প মিশ্রিত নহে। এই বিবরণ বাহুল্য রূপে লিখিয়াছি। ইহা দ্বিতীয় ভাগে আবস্ত হইবে।

এই সকল বিবরণ সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংবাজী ও পাবসী অনেক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।...

এই স্থলে আব একটী কথাও লেখা কর্ত্তব্য, প্রথম খণ্ডে ধর্ম্ম বিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহা কাদম্বরী-লেখক পণ্ডিতবব শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়া দিয়াছেন, এবং বিদ্যা বিষয়ক প্রস্তাব বর্দ্ধমান প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহেব তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত হবিশঙ্কব দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। শ্রী নীলমণি বসাক। ১ বৈশাখ।

৮। **ইতিহাস-সার।** ইং ১৮৫৯। পৃ. ২৩৭+১।

> ইতিহাস-সার। **অর্থাৎ অতি প্রাচীন কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার সঙ্ক্ষেপ বৃত্তান্ত। বালকদিগেব পাঠার্থ শ্রীনীলমণি বসাক কর্ত্তৃক সংগৃহীত। কলিকাতা—বাহির মির্জাপুর, বিদ্যারত্ন যন্ত্র। বঙ্গাব্দ ১২৬৬। ইংরাজী ১৮৫৯।**

এই পুস্তক প্রচারেব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন ঃ—

ইতিহাস মনুষ্যের চক্ষুঃস্বরূপ, ইহা পাঠ করিলে আমাদিগের জ্ঞানবৃদ্ধি হয়। কোন্ দেশেব মনুষ্যেব কি চরিত্র, কিপ্রকাবে তাহারা রাজ্য ঐশ্বর্য্য ও বলবৃদ্ধি

করিয়াছে, বা কি দোষে পতনপ্রাপ্ত হইয়াছে, এই সকল জানিলে চিত্তসংস্কার হয়। এই কারণ, সকল দেশে বালকদিগকে ইতিহাস পাঠ করান গিয়া থাকে।

এ দেশে এই প্রথা প্রায় ছিল না। ইদানীং স্থানে স্থানে বাঙ্গলা পাঠশালা হইয়া তাহাতে ইতিহাস পড়াইবার নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই; বিশেষ, সকল দেশের বিবরণ জানা যায় এমন পুস্তক এ পর্য্যন্ত হয় নাই। অতএব, বালকেরা সকল দেশের বিবরণ অল্লায়াসে জানিতে পারে, এই বাসনা করিয়া আমি এই পুস্তকখানি লিখিলাম। ইহাতে সকল দেশের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ আছে ইতি। ১৫ ভাদ্র।

হরচন্দ্র ঘোষ

১৮১৭—১৮৮৪

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে নাটক নাম দিয়া ‘আত্মতত্ত্ব কৌমুদী’, ‘হাস্যার্ণব’, ‘কৌতুকসর্ব্বস্ব’, ‘রত্নাবলী’ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ; এগুলিকে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের নীহারিকা-রূপ বলা যাইতে পারে।

পরবর্ত্তী অর্থাৎ প্রথম যুগের বইগুলি শুধু নামেই নাটক নয়, এগুলি অভিনয়োপযোগী নাটক হিসাবেই সংস্কৃত বা ইংরেজী রীতি অনুসরণে, অথবা উভয় রীতির সংমিশ্রণে রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের ‘কীর্ত্তিবিলাস’, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি তারাচরণ শীকদারের ‘ভদ্রার্জ্জুন’ এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হরচন্দ্র ঘোষের ‘ভানুমতী চিত্তবিলাস’ (শেক্‌সপীয়রের ‘মার্চেণ্ট অব ভেনিস’ অবলম্বনে রচিত) প্রকাশিত হয়। কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হইলেও হরচন্দ্রের ‘ভানুমতী চিত্তবিলাস’ তারাচরণ শীকদারের ‘ভদ্রার্জ্জুনে’র অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে রচিত। সুতরাং হরচন্দ্রকে “বাংলা নাটকের অন্যতম জন্মদাতা” বলিলে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে হরচন্দ্রের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হলধর ঘোষ ; ইহাদিগের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরে। হলধর হুগলীর কলেক্টরের হেড ক্লার্ক ছিলেন। হুগলী

ঘোলঘাটের বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তিনি হুগলী বাবুগঞ্জে বাড়ী করেন; এই বাড়াতেই হরচন্দ্রের জন্ম হয়।

ছাত্র-জীবন

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়; ঐ বৎসর ১লা আগস্ট হইতে কলেজে পাঠারম্ভ হয়। হাজী মহম্মদ মহসীনের অর্থে স্থাপিত বলিয়া ইহা মহম্মদ মহসীনের কলেজ নামেও পরিচিত ছিল। হরচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলেজে প্রবেশ করেন। তৎকালীন প্রথানুসারে তিনি বাল্যে আর্বী-ফার্সী শিখিয়াছিলেন, বাংলা ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। শীঘ্রই তিনি ইংরেজী শিখিয়া কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

গবর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড কলেজের ছাত্রগণকে মাতৃভাষার সেবায় উৎসাহিত করিবার জন্য মাঝে মাঝে পুরস্কার ঘোষণা করিতেন। বাংলা-শিক্ষায় হুগলী কলেজের ছাত্রেরা কলিকাতা হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ অপেক্ষা অগ্রসর ছিল। বেকনের Truth শীর্ষক সন্দর্ভের বঙ্গানুবাদে হুগলী কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া হরচন্দ্র ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট হইতে একটি রূপার ঘড়ি পুরস্কার পাইয়াছিলেন :—

5. His Lordship was pleased to present to Hurrochunder Ghosh a Silver watch for the best Bengalee translation of Bacon's Essay on Truth.*

---

* Copy of a letter to the General Committee of Public Instruction dated 16-1-41 (forwarded to the Principal J. Esdaile on 26-2-41 by the Secretary) by members who visited Hooghly with the Governor General on Jan. 2, 1841.

হরচন্দ্রের রচনাটির পরীক্ষক ছিলেন—জন্ ক্লার্ক মার্শম্যান। তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন :—

The youth has not, in some few instances, caught the exact meaning of the author, but the general character of the translation is fidelity; and some of the most difficult passages have been rendered with an accuracy and a just appreciation of the beauty of the original, which is surprizing. The style of the Bengallee is remarkable for purity and classical excellence. the writer has a knowledge of his own language, which is rarely met with in young men whose time is devoted to English studies; and very great credit is due to the instructions which he has received in his own tongue. If all the alumni of our Colleges could write Bengalee with equal ease, and chasteness, the reproach would be removed, that in their eagerness for the acquisition of a foreign language they had forgotten their own. (16 Decr. 1840.)—*General Report on Public Instruction,...*for 1839-40, pp. 43-44.

পর-বৎসর হরচন্দ্র আর একটি প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লর্ড অকল্যাণ্ড-প্রদত্ত পুরস্কার—একটি সোনার ঘড়ি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা হয় হিন্দুকলেজ ও হুগলী কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে। শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :—

The Right Hon'ble the Earl of Auckland having offered for competition at the Hindoo and Hooghly Colleges a prize of a Gold Watch for the best translation into Bengali of Hume's Essay "on the Dignity and Meanness of Human Nature," there appeared by the Reports of the Examiners an extraordinary superiority in the winner Hurrochunder Ghose (a Student of the Hooghly College) in his composition, over those of all the others (which were very inferior indeed,) of the Hooghly College and of the Hindoo College Students.—*General Report of the Late General Committee of Public Instruction*, for 1840-41 & 1841-42. p. 72.

চাকুরী-জীবন

তখনকার দিনেও চাকুরী সংগ্রহ করা কম দুরূহ ছিল না; অনেকে চাকুরীর লোভে অকালে কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। তাহাদের কেহ শিক্ষকের, কেহ বা বে-সরকারী আপিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হইত, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরী—মুন্সেফ, দারোগা বা কেরাণীর পদ লাভ করিত। রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত যুবকদিগকে চাকুরী দিয়া উৎসাহিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন; আবকারী-বিভাগের কমিশ্যনর ডোনেলী সাহেব তাহাদের অন্যতম ছিলেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে হরচন্দ্র বোয়ালিয়ায় ২য় শ্রেণীর আবকারী স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ লাভ করেন। তিনি পর-বৎসর ডিসেম্বর মাসে ১ম শ্রেণীর স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-রূপে মালদহে স্থানান্তরিত হন। মালদহে অবস্থানকালে তিনি যে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতেছিলেন, তাহা ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হইতে জানা যাইবে:—

সম্পাদক মহাশয়, মালদহের বর্ত্তমান আবকারি স্থপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এইক্ষণে অতি প্রশংসিতরূপে স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি ১৮৪৪ সালের নবেম্বর মাসে বোয়ালিয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, পরে ৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মালদহে আসিয়া প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়েন, এই স্থানে ইঁহার আগমনাবধি ক্রমশই আবকারির উৎপন্ন বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বে বাইশ হাজার টাকার অধিক হইত না, হরচন্দ্র বাবু আসিয়া ১৮৪৬।৪৭ সালে অন্যূন পঞ্চান্ন হাজার টাকা উৎপন্ন হইয়াছে, স্থতরাং এতদ্রূপ অল্প সময়ের মধ্যে সরকারের এবম্ভূত অধিক লাভ করাতে কার্য্য কল্পে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে, ঢাকা প্রদেশের পূর্ব্বতন

আবকারি কমিস্যনব মহানুভব মৃত. ডোনেলি সাহেব এ বিষয়ে হরচন্দ্র বাবুর বিস্তব সুখ্যাতি লিখিয়াছেন, ফলতঃ তিনি যথার্থ রূপ প্রশংসা প্রাপণেব যোগ্য পাত্র তাহাতে সন্দেহাভাব। ·

এমত সুযোগ্য ব্যক্তিব পদোন্নতি বিষয়ে রাজপুরুষেবা কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না, যাঁহারা তাহার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য তাঁহাবা অনায়াসেই অধিক বেতন প্রাপ্ত হয়েন, অথচ এ পর্য্যন্ত ইহার বেতন ২০০ টাকার অধিক হইল না,...। ১ ভাদ্র ১২৫৫।

হবচন্দ্র মালদহে "প্রায আট বৎসব কায্য করেন। এই স্থানে সন্তোষজনকভাবে কায্য করিবাব পুরস্কাব স্বরূপ তিনি রেভিনিউ সাভেব ডেপুটি কলেক্টবেব পদে উন্নীত হন এবং বহবমপুবে স্থানান্তবিত হন। এই স্থানে কিছু কাল কায্য কবিবাব পব তিনি ক্রমান্বযে রংপুব ও দিনাজপুবে বদলী হন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওযায তিনি থাকবস্ত বিভাগ পবিত্যাগ কবিবাব ইচ্ছা প্রকাশ কবেন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান জিলায ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটেব পদে নিযুক্ত হন। এই পদে যখন তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন অসাধাবণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিব প্রভাবে তিনি এক ভীষণ দস্যুদলকে ধৃত কবিযা কর্তৃপক্ষগণেব উচ্চ প্রশংসা লাভ কবেন। দোকানীবা যে বাটখাবা বাখিত তাহাব ওজন ঠিক নহে বলিয়া তিনি চেষ্টা করিযা সেই অসাধু প্রথা রহিত কবিয়া দেন। অতঃপর অন্যান্য জিলায শাসনকায্য করিয়া তিনি উডিষ্যার অন্তর্গত কেন্দ্রপাডা মহকুমা হইতে পেন্সন লন এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বগৃহে প্রত্যাবৰ্ত্তন করেন।" ('ভারতবর্ষ', ফাল্গুন ১৩৪১, পৃ. ৩৮১-৮২)

মৃত্যু

সবকারী কৰ্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ কবিবাব পর তিনি দেশহিতকব কাৰ্য্যে মনঃসংযোগ করেন। তিনি কিছু দিন হুগলী মিউনিসিপালিটির

চেয়ারম্যানের কার্য্য কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিযাছিলেন। ২৪ নবেম্বর ১৮৮৪ তারিখে ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয।

রচনাবলী

হবচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা কবিযাছিলেন, এগুলির বেশীব ভাগই নাটক। তাহাব গ্রন্থাবলীব একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওযা হইল।

১। **ভানুমতী চিত্তবিলাস** নাটক। ইং ১৮৫৩। পৃ. ২১৮+ পবিশেষ ২।

ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক। হুগলী বিদ্যালয়ের পূর্ব্ব ছাত্র ইদানীং মালদহের আবকারীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত।—কলিকাতা পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।—সন ১৮৫৩। শকাব্দা ১৭৭৫

ইহাব দুইটি ভূমিকা আছে। একটি বাংলা, অপবটি ইংরেজী—২০ অক্টোবব ১৮৫২ তারিখযুক্ত। বাংলা ভূমিকাটি এইরূপ:—

এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দেব জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনেব পবামর্শক্রমে আমি "সেকসপিয়ব" নামক ইংলণ্ডীয় মহাকবির স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক হইতে "মবচেণ্ট-অফ-ভিনিস" ইত্যভিধেয় অপূর্ব্ব কাব্যেব আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ কবিতে আবম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যেব অনেকানেক স্থানেব ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিয়া কতিপয় প্রাচীন জ্ঞানবান্ মহাশয় উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানেব মর্ম্ম মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তিদান করেন। আমি উক্ত উক্ত যুক্তিযুক্ত বোধে তদনুসারে এই "ভানুমতী চিত্তবিলাস" নাটক গদ্য পদ্যে রচনা কবিলাম। যদ্যপিও ইহাতে উল্লেখিত ইংবাজী কাব্যের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ না হউক, তথাপি বর্ণিত মহাকবি সেক্সপিয়রের সদ্ভাবেব বহুলাংশ অথচ সম্পূর্ণ আখ্যানের

মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি ; তবে বহু স্থানে মূল কাব্যের সহিত মিলন করিলে নিবর্ত্তন পরিবর্ত্তনাদি দৃষ্ট হইবেক বটে, কিন্তু তাহা স্বদ্ধ দেশীয় মহাশয়দিগের অবকাশ কালে গ্রন্থ পাঠামোদের আনুকূল্য বিবেচনায় করা হইল। অতএব যদি এতন্নাটক এতদ্দেশীয় ভদ্র সমাজের মনোনীত হয় তবে আমি প্রকৃষ্ট রূপে কৃত স্বীয় পরিশ্রম সফল বোধ করিব। কিমধিকং স্বধীবরেষ্বিতি। হুগলী ভাদ্র। ১৭৭৪ শকাব্দা

'ভানুমতী চিত্তবিলাস' হইতে গদ্য-পদ্য রচনার নিদর্শনস্বরূপ কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল :—

দয়ার শুনহ গুণ লক্ষপতি রায়।
দয়ার গুণের কথা বর্ণন না যায় ॥
অসীম দয়ার গুণ জগতে প্রচার।
গগন অম্বুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিস্তার ॥
গগনাম্বু ক্ষিতি যেন স্নিগ্ধ মতি করে।
দয়াধর্ম্ম সেইরূপ শুভ করে নরে ॥
দুই মতে শুভঙ্করী দয়ারে জানিবে।
দাতা গ্রহীতার সেই কল্যাণ করিবে ॥
দয়াবান হয় সুখী দয়া প্রকাশিয়া।
গ্রহীতা কল্যাণ দেখে গ্রহণ করিয়া ॥ (পৃ ১৬১)

চিত্ত. লক্ষরায় তুমি এখনি যে ছুরিতে শাণ দিতেছ, ইহার কারণ কি ?

লক্ষ. (তর্জ্জনপূর্ব্বক) ইহার কারণ যে বেটাদের শাণ নাই সেই বেটাদিগকে আরও অশাণ করিব এই জন্য ছুরিতে শাণ দিতেছি।

চিত্র. লক্ষরায় ঐ ছুরিকা তোমার পাষাণময় হৃদয়ে কেন ঘর্ষণ কর না তাহাতে বিলক্ষণ শাণ হইবে, কেননা করুণাবাক্য প্রায় হৃদয় বিদ্ধিতে সমর্থ হয় না ধাতুময় তীক্ষ্ণ অস্ত্রেই তোমার কি প্রয়োজন, তোমার লোভ দ্বেষ ও পৈশুন্যরূপ যে তিন অস্ত্র আছে তাহা এমত তীক্ষ্ণ যে ত্রিশূলের অগ্রভাগ হইতেও তীক্ষ্ণতর।

লক্ষ. যদি শূলে না যাও তবে তুমি শূলের অগ্রভাগ হইতে স্বতন্ত্র থাক।

চিত্র. এই নরাধম লক্ষপতি হিংস্রক পশ্বাদির ন্যায় অতি নিষ্ঠুর। ইহাকে দেখিয়া আমার এমন মনে হইতেছে যে কোন হিংস্রক ব্যাঘ্রের বধকালে তাহার কঠিন প্রাণ লক্ষের জঘন্য দেহে আবির্ভাব হইয়া থাকিবেক। যেহেতু এই নরাধমের দুরাশা রাক্ষসীরূপা অতি ভয়ঙ্করী শোণিতার্থিনী ক্ষুধার্ত্তা ও সর্ব্বগ্রাসিকা।

লক্ষ. তুই চিৎকার করিয়া কেবল আপনারই ক্ষতি করিতেছিস্। আগে ভাবিয়া দেখ আমার ঋণ হইতে তোদের কিসে পরিত্রাণ হইবে। আমি বিচারার্থ দণ্ডায়মান আছি।

'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাটকের "পরিশেষ" অংশে "ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ অথবা যাহারা ইংরাজী কোন নাটক গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, তাহাদের বিজ্ঞাপনার্থে কতিপয় উপদেশ" লিখিত হইয়াছে।

'ভানুমতী চিত্তবিলাস' কলেজের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়, কিন্তু শেষ-পর্য্যন্ত হরচন্দ্রের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—

.. ইত্যগ্রে কিয়দংশ পদ্যে বিরচিত "ভানুমতী চিত্তবিলাস", ইত্যভিধেয় যে নাটক আমি প্রস্তুতপূর্ব্বক হুগলির কালেজের কৃপালু প্রধান অধ্যাপক সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায়* বিদ্যাদানার্থ কৌন্সেলে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা মহানুভব সভ্য

---

* হরচন্দ্রের 'ভানুমতী চিত্তবিলাসে'র প্রতি কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার্ (Kerr) লেখেন:—

...a Dramatic Composition written in Bengali, in imitation of Shakespeare's Merchant of Venice by Hurro Chunder Ghose...The author's Proficiency as a Bengalee scholar and the respectable appointment he at present holds are guarantees that this is not one of those hare-brained productions which sometimes emanate from young Hindoos. There is also a modesty in the plan of the work which recommends it highly.—K. Zachariah: *Hist. of Hooghly College*, p. 52.

মহাশয়েরা স্বরচিত বোধ করিলেও অদ্যাপি কালেজাদিতে ব্যবহৃত হয় নাই; অথবা বর্ণিত মহামহিমেরা তাহা তদর্থে উপযোগী জ্ঞান করেন নাই, ইহা মদীয় দুজ্ঞেয়। বস্তুতঃ প্রাগুক্ত নাটক "সেক্সপিয়র" কৃত মহানাটকের মনোনীত একাংশের (অর্থাৎ মরচ্যাণ্ট-অফ-বেনিসের) দেশীয় পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু এতদ্দেশস্থ যে সমস্ত মহাশয়েরা সেক্‌সপিয়র সাহেবকৃত স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বিবেচনা করিয়া থাকিবেন যে ঐ প্রতিষ্ঠিত কাব্য নানা রসঘটিত, ও স্থানে২ এতদ্রূপ সরস আদিরস রচিত যে নীতি জ্ঞানান্বেষী ছাত্রগণের তাহা পাঠের যোগ্য বোধ করিলে "ভারতচন্দ্রে" স্থান নির্ধাপন করা নৈষ্ঠুর্য্য বোধ হয়।…

২। **কৌরব বিয়োগ** নাটক। ইং ১৮৫৮। পৃ. ১৭৬+২।

> কৌরব বিয়োগ নাটক। এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়াপর্য্যন্ত মহাভারতীয় অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত নাটকের প্রণালীতে বহুলাংশ গদ্যে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্যছন্দে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। সন ১৮৫৮।

গ্রন্থে দুইটি ভূমিকা আছে, একটি বাংলা, অপরটি ইংরেজী। বাংলা ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—

…ভারতবর্ষের অনবগতি নহে যে "মহাভারত' গ্রন্থ নীতিগর্ভ ও সন্দর্ভ শুদ্ধির আশ্রম, এবং সাংসারিক ও পারলৌকিক বিষয়ের ও উপদেশ নিকরের নিকেতন। একারণ আমি ঐ মহাগ্রন্থের কিয়দংশ এতাবতা রাজা দুর্য্যোধনের উরু ভাঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির যজ্ঞানলে দগ্ধ হওয়াপর্য্যন্ত অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সুমার্জ্জিত সাধুভাষায় বহুলাংশ গদ্য ছন্দে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্যপ্রবন্ধে ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে রচনা করিয়া "কৌরব বিয়োগ নাটক," এই আখ্যা দানে প্রকাশ করিলাম।…ইংলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় বহুতর বিজ্ঞবরের অভিপ্রায় মতে আমি এই অভিলষিত অভিনব রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "কাশীদাসের" কিয়দ্ভাগের প্রাচীন পরিচ্ছদ যাহা মলিন মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন করিলাম।…হুগলী। নবেম্বর ১৮৫৭।

'কৌরব বিয়োগ' পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইহাও কলেজের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে রচিত। ইহার আখ্যানের জন্য হরচন্দ্র "নীতিগর্ত্ত ও সন্দর্ভ শুদ্ধির আশ্রম" মহাভারতের আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহার ভাষা অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃতবহুল। রচনার নিদর্শন :—

ধৃত। যুধিষ্ঠির, বিলাপ সম্বরণ কব, তুমি কুলতিলক। আর ইষ্টদেবের ন্যায় তোমাকর্ত্তৃক সুসেবিত হইয়া আমি পবম পরিতুষ্ট হইয়াছি। যেহেতুক রাজ্যচ্যুত হইয়াও আমরা তোমাব অতিশয় যত্নহেতু পূর্ব্বসুখ ও সম্পদভিভোগ করিতেছি। এই হেতু, হে পুত্রবব, তুমি কদাপি অপ্রিয় নহ। রাজধর্ম্ম ও নীতি এই যে বার্দ্ধক্যে বনে গমন কবত যথা শক্তি যোগ আচরণ করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমন, ও সদ্গতি অণ্বেষণ করিবেক। আর মহৈশ্বর্য্যবান মহীশ্ববেরাও মহীমধ্যে এইরূপ আচবণ করিয়াছেন, হে যুধিষ্ঠির, শাস্ত্রবিৎ তোমাব জ্ঞানের ইহা অগোচব নহে, সেইহেতু আমিও ইহা মনন করিয়াছি। আর পরমার্থ চর্চ্চায় এইরূপে প্রতিরোধ কবা পবম পুণ্যাত্মা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যেহেতুক ধর্ম্মবলে তুমি সঙ্কট রূপ মহাসাগর পার হইয়া শত্রু নিকরে সংহাব কবত স্বরাজ্যের সমুদ্ধার করিয়াছ, এইহেতু পৃথিবী মধ্যে সাধু ও সজ্জনেরা তোমার অনুক্ষণ ব্যাখ্যা কবিতেছেন। অতএব উদ্বেগ পবিহার কবিয়া বাহুবলে অর্জ্জিত বসুমতী সবস্থ সম্ভোগ কর। আর অস্মদাদির পারত্রিক কুশলহেতু অনুকম্পা করিয়া আমারদিগকে অরণ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দেও যে তোমার কল্যাণে আমবা ভাবি ভাবুকানুভব করিতে পাবি। (পৃ. ১৪৩-৪৪)

বিদুর। হে বাজন্, শোক সম্বরণ কর। ঈশ্বব বস্তু মাত্রকেই নশ্বর করিয়াছেন। এই হেতু পশু পক্ষী কীট করী নাগ নবাদি করিয়া যাবজ্জীবেরা নিয়তি মতে কালে নাশকে পায়, ইহার কালাকাল বিবেচনা করিয়া জ্ঞানি লোকেরা প্রায় মুগ্ধ হয়েন না। আব শরীরিদের প্রাণ জলমধ্যস্থ চন্দ্রের ন্যায় চপল, ইহা নিশ্চয় জানিয়া অনুক্ষণ পুণ্যানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য।

[পদ্য।]

১। "উঠহ মহারাজ, সকল বিধির কায,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে দিন নিয়তি যার, সেই দিন মৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি॥

২। মহা২ বীরবর, নিত্য যায় যম ঘর,
মৃত্যু বশ সর্ব্ব চরাচর।
সব সংহরয়ে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তর॥"

৩। বাল্যকালে মরে কেহ, যৌবনে ত্যজয়ে দেহ,
কেহ মাত্র ধরণী পরশে।
অনিত্য এসব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ,
কেন মুগ্ধ হও মোহবশে॥

৪। জীর্ণাম্বর পরিহরি, যেন নব বাস পরি,
তেমতি কায়ের বিনিময়।
চঞ্চল জীবন অতি, অলক্ষ্য তাহার গতি,
জ্ঞানী কভু মুগ্ধ নাহি হয়॥

৫। আমার বচন ধর, সর্ব্ব শোক পরিহর,
ধর্ম্ম পথে স্থির রাখ মন।
চরমে উত্তমা গতি, হইবেক মহামতি,
অন্যথা না ভাব কদাচন॥ (পৃ. ৫১-৫২)

৩। **চারুমুখ-চিত্তহরা** নাটক। ইং ১৮৬৪। পৃ. ১৮৫।

চারুমুখ-চিত্তহরা নাটক। এতদ্দেশীয় সরল সাধুভাষায় গদ্যপদ্য প্রবন্ধে (হুগলির) শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক রচিত। কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটের ৫৩ সংখ্যক ভবনস্থ কেনিংযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত। ইং ১৮৬৪ সাল।

ইহার দুইটি ভূমিকা আছে; একটি, ইংরেজী—"1863" তারিখযুক্ত; অপরটি, বাংলা। বাংলা ভূমিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

কিয়ৎকাল হইল ইংলণ্ডীয় ভাষায় প্রকাশিত "রোমীয়জুলিয়ট" নামক মনোহর নাট্যকাব্য এতদ্দেশীয় ভাষাপ্রবন্ধ পরিচ্ছদে প্রকাশ করিতে কোন বিদ্যানুরাগী বান্ধব আমাকে কহিয়াছিলেন।···তাঁহার অভিপ্রায় ছিল যে, এই গ্রন্থ অতিশয় অলঙ্কৃত সুমাজ্জিত সাধুভাষায় না লিখিয়া সামান্যতঃ কথিত কোমল সরলবাক্যে রচনা কবিয়া সর্ব্বসাধারণের কৌতূহল জন্য এতন্নাটিকা নেপথ্যের উপযোগিনী করা যায়। আমিও সেই কথাক্রমে সেইমতই রচনা করিয়াছি। আর অতুল সদ্ভাবাপন্ন মূল গ্রন্থের অপূর্ব্ব রস মাধুরী বহুরূপে বিভিন্ন দেশভেদে ও বিজাতীয় ভাষান্তরে যে পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারা যায় তদর্থেও ত্রুটি করা যায় নাই। ফলতঃ, এতদ্দ্বারা এমন জ্ঞান না হয় যে, ইয়ুরোপ খণ্ডের ইটালী প্রদেশ হইতে "রোমিও জুলিয়ট"কে আমি ভারতবর্ষে আনিয়া স্বদেশসিদ্ধ বসনালঙ্কারে তাহাদিগকে এমত সুবেশিত করিয়াছি যে, তাহাদের আর চেনা যাইতে পারিবে না। সে এক প্রকার অসাধ্য। ফলতঃ, বিগত প্রস্তাবকর্ত্তার এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে, ইটালী দেশের বরুণিয়া ও মেনতুয়া নগর হইতে রঙ্গ-ভূমী সর্ব্বসুদ্ধ নাড়িয়া ভারতবর্ষের কর্ণাট দেশে আনিয়া সেই সতী ও সতিপতি "রোমীও জুলিয়ট"কে অস্মদ্দেশীয় নব বসনে দর্শাইলে কেমন দেখায়, তাই দেখা যায়।

হরচন্দ্রের অন্য নাটকগুলির তুলনায় 'চারুমুখ-চিত্তহরা'র ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রস্তাবনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

সূত্রধার।···প্রিয়ে! সে কথাটি কি?

নৰ্ত্তকী। তা আমি তোমাকে বল্‌বো না। তোমার পেটে কথা থাকে না। আমি যে মেয়ে-মানুষ, তবু কত কথা চেপে রাখি। তুমি পুরুষ হয়েও একটা কথা পেটে রাখ্‌তে পার না।

সূত্রধার। প্রিয়ে! তুমি এইবারখানি বল, আমি যেমন করে পারি পেটে রাখ্‌বো। আমার দিব্ব, যদি না বল। দেখ, আমি তোমা বই আর কারু নই।

নৰ্ত্তকী। তোমার সঙ্গে যখন যার ভাব হয়, তাকেই তো ঐ কথা বল যে, প্রিয়ে! আমি নিতান্ত তোমারি। তোমার বই আর কারু নই। কিন্তু তুমি যে কার, তা তোমার বিধাতাই জানেন। (পৃ. ২)

ইহাতে ১৪টি গান আছে। একটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

রাগিণী গারা-ভৈরবী—তাল আড়া।

অনিত্য সংসার মাঝে, নিত্য নিরাকার যেই।
মুক্তিপদ লাভ হবে, মনে মনে ভাব সেই॥
বিষয় বিষয়াবেশে,
বিষণ্ণ হইবে শেষে;
পঞ্চভূত আত্মা যেই, কবে আছে কবে নেই।

৪। **বারুণী-বারণ** বা সুরার সঙ্গদোষ। ইং ১৮৬৪ (১৭৮৬ শক)। পৃ. ৬৮।

ইহাতে সুরাপানের অপকারিতা বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়াছে। প্রধানতঃ প্যারীচরণ সরকারের চেষ্টায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর কলিকাতায় 'বঙ্গীয় মাদকনিবারণী সমাজ' (The Bengal Temperance Society) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুরাপানের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলে। 'বারুণী-বারণ' বোধ হয় এই আন্দোলনেরই ফল।

৫। **রজতগিরি-নন্দিনী** নাটক। ইং ১৮৭৪। পৃ. ৮৯।

রজতগিরি-নন্দিনী নাটক। শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত এবং হুগলী হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮১ সাল।

গ্রন্থকারের "ভূমিকা"টি এইরূপ :—

পূর্ব্বে এতদ্দেশে সাধারণ নাট্যশালা না থাকায় স্বরচিত নাটক গ্রন্থের সৌন্দর্য্য প্রায় অন্তঃপটে থাকিত্। রচনার পারিপাট্যে কেবল বিদ্বান্ লোকেরই অনুরাগ জন্মে। কিন্তু অভিনয় ব্যতীত সর্ব্ব সাধারণের আমোদ হয় না। ইদানীং সে অভাব দূর হওয়াতে নাটক রচনার চর্চ্চা বৃদ্ধি হইয়াছে।

অতএব এই সুসঙ্গতি হেতু ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি। যদি এই অভিনয় নাটক গুণজ্ঞ লোকের মনোরম্য হয়, তবেই আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। তদ্ভিন্ন আর কোন স্বার্থ নাই। হুগলী বঙ্গাব্দা ১২৮১। বৈশাখ।

'রজতগিরি-নন্দিনী'তে দুইটি গান আছে, তাহার একটি এইরূপ :—

চালল সুধন্বা ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ লইয়া।
লম্ফে ঝম্পে মহী কম্পে শিব নাম কহিয়া॥
কুরুসৈন্য মাঝে যেন বৃহন্নলা হইয়া।
দ্বীপি-চর্ম্ম পরিধৃত পৃষ্ঠে তূণ লইয়া॥
জল স্থল পশুকুল সর্ব্ব বন ব্যাপিয়া।
বেগে ধায় নাহি চায় যায় বন ত্যজিয়া॥ (পৃ. ৭)

এই নাটক প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে লিখিয়াছেন :—"ইহার পূর্ব্বেকার নাটকে গান নাই; বোধ হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির অনুকরণে এইখানিতে গান দেওয়া হইয়াছে।" এই উক্তি ঠিক নহে; আমরা দেখিয়াছি, হরচন্দ্রের তৃতীয় নাটক 'চারুমুখ-চিত্তহরা'য় ১৪টি গান আছে।

"নাটকটি একজন ইংরাজ গ্রন্থকারের Silver Hill নামক একটি ব্রহ্মদেশীয় উপাখ্যানমূলক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও পরে উক্ত গ্রন্থ অবলম্বনে 'রজতগিরি' নামে একটি নাটক রচনা করেন। কিন্তু কোনও গ্রন্থই অভিনীত হইয়াছিল বা অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিয়াছিল বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু এই গ্রন্থ অবলম্বনে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'কিন্নরী' নামক যে নাটক প্রণয়ন করেন, তাহা মিনার্ভা থিয়েটারে অসামান্য সাফল্যের সহিত অসংখ্য বার অভিনীত হইয়া দর্শকগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছে ও করিতেছে। অনেক সময়েই অগ্রণীরা যে ফললাভে বঞ্চিত হন, পরবর্ত্তীরা সেই ফল ভোগ করিতে পারেন।" ('ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪১, পৃ. ৫০৯)

৬। **সপত্নী সরো**। ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৪১।

সপত্নী সরো যথার্থ ঘটনামূলক উপাখ্যান। শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত এবং হুগলী হইতে প্রকাশিত।

"O beware, my lord, of jealousy ;
It is the green-eyed monster, which doth mock
The meat it feeds on."

Shakspere.—Othello.

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কলিকাতা,—শোভাবাজার রাজা কালীকৃষ্ণের লেন ৩০ নং ভবনস্থ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। সম্বৎ ১৯৩১।*

---

* এই উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে প্রকাশকাল "1875" দেওয়া আছে। ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৩য় সংখ্যা, ১৩৩৩ সন) এবং শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ 'ভারতবর্ষে' (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৪১) হরচন্দ্র ও তাঁহার রচনা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই 'সপত্নী সরো' দেখেন নাই, তাঁহারা উভয়েই ইহার প্রকাশকাল "১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ" লিখিয়াছেন।

হরচন্দ্র উপন্যাস রচনা করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

We have not a very high opinion of this novel, as there is not much action, neither are the characters well sustained, though some of the descriptions are good and the reflections just....

৭। **রাজ তপস্বিনী,** ১ম খণ্ড। ইং ১৮৭৬। পৃ. ১৭৬।

এই কাব্যখানি মহাভারতের অম্বার উপাখ্যান-অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

* * *

হরচন্দ্র ইংরেজী রচনাতেও পটু ছিলেন। রেঃ লালবিহারী দে-সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' (মার্চ ১৮৮০) তাঁহার লিখিত Lessons from the Life of Sivaji নামে একটি সুলিখিত সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হুগলী ইনষ্টিটিউশনে পাঠ করেন।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকের প্রামাণিক জীবনী ও কীর্ত্তিকথা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০, কেবল * চিহ্নিত ৫খানি পুস্তক ।৹

*১। কালীপ্রসন্ন সিংহ, ২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য, ৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬। রামরাম বসু, ৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, ৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, ৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, ১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২। অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, ১৫। উইলিয়ম কেরী, *১৬। রামমোহন রায়, ১৭। গৌর-মোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার, *১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র, ২০। রাধাকান্ত দেব, ২১। দীনবন্ধু মিত্র, *২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *২৩। মধুসূদন দত্ত, ২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ২৫। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত, ২৬। শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার, রামচন্দ্র মিত্র, ২৭। নীলমণি বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী, ২৯। মীর মশার্‌রফ হোসেন, ৩০। রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, ৩১। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ৩২। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৩। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫। হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ), ৩৬। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩৭। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ৩৯। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন, ৪০। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (যন্ত্রস্থ)।